

বেনজির সংখ্যায় শিক্ষামন্ত্রীর তথ্য বিপ্লব

ପ୍ରତିବାଦୀ କଳମ ପ୍ରତିନିଧି,
ଆଗରତଳା, ୧୬ ଡିସେମ୍ବର ।।
ଶିକ୍ଷାମତ୍ତ୍ଵୀ ଓ ଆଇନମତ୍ତ୍ଵୀ ରତନଲାଲ
ନାଥ 'ମତ୍ତେବ' ରାଜ୍ୟ 'ଆର୍କିଟାଇପ'
ମତାମତ ଦିଚ୍ଛେନ ପ୍ରଥମ ଥେବେଇ ।
ବୃହ୍ମପତିବାରେଓ ବ୍ୟକ୍ତିକୁମ ହୟନି ।
ବଲେଛେନ, ତ୍ରିପୁରାଯ ମଧ୍ୟଶିକ୍ଷା
ପର୍ଯ୍ୟଦେର ଇତିହାସେ ଏହି ପ୍ରଥମ, ଯତ
ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ ନଥିଭୁତ
ହେଁଛିଲେନ, ତାର ଥେକେ ବେଶି
ପରୀକ୍ଷା ଦିଚେ । ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଯେଛେନ,
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଚରେଇ ଯତ ଜନ ନାମ
ଲେଖାନ, ତାର ଏକ-ଦେବ ହାଜାର
ପରୀକ୍ଷା ଦିତେ ଆସେନ ନା । ଏବରହିଁ
ପ୍ରଥମ ନଥିଭୁତ ହେଁଯା ଛାତ୍ରଦେର
ଥେକେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବେଶି । ପରୀକ୍ଷାର
ଆଗେର ଦିନ ସମୟ ମତ ଫର୍ମ ଫିଲାପ
କରତେ ନା ପାରା ଛାତ୍ରଦେର ପରୀକ୍ଷାର
ଆଗେର ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଓୟାର
ସୁଯୋଗ ଦେଓୟା ହେଁବେ । ପ୍ରକ୍ଷ୍ଵ ଉଠେଛେ
ଯେ ପ୍ରତିବରହ ଯେ ସଂଖ୍ୟାଯ ନଥିଭୁତ
ହେଁଯା ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦିତେ ଆସେନ
ନା, ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଥେକେବେ ବେଶ ଛାତ୍ର
କି 'ସମୟ ମତ ଫର୍ମ ଫିଲାପ କରେନି',
ତା ନା ହଲେ ନଥିଭୁତ ହେଁଯା
ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର ଥେକେ ବେଶ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର
ପରୀକ୍ଷା ଦେଓୟାର କଥା ନା । ଯଦି ଏତ
ବେଶ ପରିମାନ ଛାତ୍ରା ସମୟ ମତ ଫର୍ମ
ଫିଲାପ ନା କରେ ଥାକେ, ତବେ ଏତ
ଛାତ୍ର କେନ ଫର୍ମ ଫିଲାପ କରେନି, ସେଟା
କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟର୍ତ୍ତାଇ ଦେଖିଯେ
ଦେଯ ନା । ତାହାଡାଓ ପଞ୍ଚ ଥାକେ ଯେ
ପରୀକ୍ଷାର ଆଗେର ଦିନ ଘୋଷଣା ଦିଲେ

ନା, ଏକାଧିକ ସଂସ୍କାରର ଫେଟ୍ରେ ଏକାଧିକ ଅୟାକାଉନ୍ଟ ନା ପେଯେ ସମସ୍ୟାଯ ପଡ଼ିତେ ହେଁ। ଶିକ୍ଷାମତ୍ତ୍ଵୀ ‘ବିଦ୍ୟାଜ୍ୟୋତି’ ପ୍ରକଳ୍ପେ ସ୍କୁଲଗୁଣିକେ ଏକ ଶିଫଟେ କ୍ଲାସ କରାର ଅନୁମତି ଦେଓୟା ହବେ ବଲେ ଜାନିଯେଛେନ୍ତି । ବିଶେଷ ଫେଟ୍ରେ ଦୁଇ ଶିଫଟେର ଅନୁମତି ଦେଓୟା ହବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଠ ବଚର ଥରେ ଏକ ଶିଫଟେ ଚଲିଲେ ଥାକେ, ତବେ ତାକେ ବିଦ୍ୟାଜ୍ୟୋତି କିମ ଥିଲେ ବାଦ ଦେଓୟା ହବେ । ଅନେକରେ କାହିଁ ତା ଅନୁତ ଲେଗେଛେ ଯେ ସ୍କୁଲ ନିଜେ ନିଜେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଯେ ଚଲେ ନା , ସରକାର ଯା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେମେ, ତାଇ ମେନେ ଚଲେ । ଫଳେ ଏକ ବା ଦୁଇ ଶିଫଟେ କରାନୋ, ସରକାରେରଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ । ପରିକାଠାମୋର ସମସ୍ୟା ଥାକଲେ, ସେଟ୍‌ଓ ସରକାରେରଇ ବିଷୟ । ଅନେକେଇ ବାଁକା ସୁରେ ବଲେଛେନ୍ତି, ୧୦୦ ସ୍କୁଲ ନିଯେ ଶୁରୁ କରେ ଏଭାବେ ତାଲିକା ଛୋଟ କରାର ସୁବିଧା କରେ ରାଖା ହଲ, ଏବଂ ଏକଟି ବାଦ ଦିଯେ ଆରେକଟି ତୁ କିଯେ ଆଇ - ଓସାଶ କରା ହବେ । ବିଦ୍ୟାଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକଳ୍ପର ତାଲିକାଯ ଥାକା ଉମାକାନ୍ତ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିଆମ ସ୍କୁଲେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗେ କୋନ୍‌ଗ୍ରେ ଶିକ୍ଷକ ନେଇ, କିଂବା ପ୍ରୋଫେସରୀଯ ଘର ନେଇ ବଲେ ସ୍କୁଲ ଚିଠି ଦିଯେଛେ । ସେଥାନେ ଦୁଇ ଶିଫଟେ ଲାଗିତେଇ ପାରେ । ବିଜେପି ସରକାର ନତୁନ ସ୍କୁଲ ବାଢ଼ି ବାନାଯିନି , ଆଗେର ହେୟା ପାକା ବାଡିତେଇ ଚଲିଛେ ।

ଉତ୍ତାଳ ସଂସଦ

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর। বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও সংসদে লখিম পুর কাণ্ডে সরব হলেন বিরোধীরা। এদিন স্বার্টার্মস্ট্রকের প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্রকে সরাসরি “এ ত্রিমিনাল (একজন অপরাধী)” বললেন কংগ্রেস নেতা রাখল গান্ধী। গতকালই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে পদ থেকে সরানোর দাবিতে লোকসভায় মুলতুরি প্রস্তাব জমা করেছিলেন তিনি। এদিন লখিমপুর কাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তুলে সংসদে চূড়ান্ত হই-হটগোল শুরু করেন বিরোধীরা। উক্তল সংসদে রাখল বলেন, “কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতেই হবে। উনি একজন অপরাধী।” এরপরেই দুপুর ২টো অবধি সংসদের শীতকালীন অধিবেশন স্থগিত হয়ে যায়। একই প্রসঙ্গে গতকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিকে আঙুল তুলেছিলেন কংগ্রেস নেতা। রাখল অভিযোগ করেছিলেন, দলের নেতা তথা মন্ত্রীকে আড়াল করতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাখল বলেন, “বলা হচ্ছিল লখিমপুরের ঘটনা একটি যত্নস্থল, ঠিকই। সবাই জানে কার ছেলে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। আমরা চাই ওই মন্ত্রী পদত্যাগ করব। এই বিষয়ে সংসদে আলোচনাও চায় বিরোধীরা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তা চান না। নানারকম অজুহাত দেওয়া হচ্ছে।” বুধবার চার কৃষককে খুনের ঘটনায় মূল অভিযোগ আকস্মাৎ সিদ্ধের বাব

প্রাকৃতিক কৃষি : করবুকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনলেন কৃষকগণ

প্রেস রিলিজ, করবুক, ১৬
ডিসেম্বর।। গুজরাটের সর্দার
প্যাটেল অডিওটেলিয়ামে অনুষ্ঠিত
প্রথম প্রাকৃতিক কৃষি অবলম্বন
সম্মেলনে ভার্তায়াল পদ্ধতিতে
দেশের সকল কৃষকদের প্রাকৃতিক
কৃষির মাধ্যমে চাষাবাদ ও জৈব
সার প্রদর্শনের দ্বারা কৃষিক্ষেত্রের
বিকাশ ঘটানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র মোদি আবেদন
জানিয়েছেন। এ উপলক্ষে কৃষি
ও কৃষক কল্যাণ দফতরের করবুক
মহকুমা কার্যালয়েও এক
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
আজ সকাল ১১টায় কার্যালয়ের
কল্পনারে হলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
মোদির বক্তব্য মহকুমা এলাকার
কৃষকদের সামনে সরাসরি

উপস্থাপন করা হয়। কৃষকদের
পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত
ছিলেন কৃষি তত্ত্বাবধায়ক সংজীব
দেববর্মা, সমাজসেবী অতীন্দ্র রিয়াৎ
ও ধর্মরাই ত্রিপুরা। প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র মোদি, গুজরাটের
রাজ্যপাল আচার্য দেববৰ্ত্ত, কেন্দ্ৰীয়
কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর ও
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জৈব
সারকে রাসায়নিক সারের বিকল্প
হিসেবে প্রয়োগ করার উপর
আলোচনা করেন। আলোচনায়
তারা বলেন, প্রাকৃতিক কৃষি
অবলম্বন করার মাধ্যমে কৃষির
উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি
জমির উর্বরতা যেমন বৃদ্ধি পাবে
তেমন চাষের খবচ - সহ
কীটনাশকের ব্যবহারও কমবে।

ଶ୍ରୀ ଦାନବେ ବିପାକେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷାଥୀରା

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৬ ডিসেম্বর। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় শব্দ দানবের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ পরীক্ষার্থীরা। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রতিদিন অনেক রাত পর্যন্ত মিউজিক সিস্টেম চলছে। কিন্তু সেই সব আয়োজনের ফলে পরীক্ষার্থীদের সমস্যা হচ্ছে কিনা তা দেখার কেউ নেই! অথচ পরীক্ষার সময় এসব ক্ষেত্রে নজরদারী রাখা প্রয়োজন আছে বলে মনে করছেন অভিভাবকরা। বিশালগড় থানা এলাকায় বহুস্পতিবারও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান হয়েছে। সেই সব অনুষ্ঠানে অনেক রাত পর্যন্ত চলতে থাকে উচ্চস্বরে গান-বাজনা। কোথাও কোথাও অক্রেস্ট। হয়েছে বলে খবর। কিন্তু আশপাশের বাড়িস্বরে থাকা পরীক্ষার্থীদের এর ফলে সমস্যায় পড়তে হয়। অথচ এসব কিছু যাতে না চলে তা দেখার দায়িত্ব প্রশাসনের। কিন্তু তারা এসব দিকে নজর দিচ্ছেন না। বিশেষ করে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নাগরিকদের মনে ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া কিভাবে অনেক রাত পর্যন্ত উচ্চস্বরে গান-বাজনা চলছে তা কেউই বুঝে উঠতে পারছেন না।

পুলিশি ‘অত্যাচার’

চঙ্গীগড়, ১৬ ডিসেম্বর।। যোগ্যতা
পরীক্ষায় পাশ করার পরও মেলেনি
চাকরি। তার প্রতিবাদে রাস্তায় মিছিল
করতে নেমে ব্যাপক পুলিশি
অত্যাচারের মুখে পড়লেন পাঞ্জাবের
শিক্ষক পদে চাকরি প্রার্থীরা।
পাঞ্জাবের সাংরক্ষণ্য এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী
চৱণজিৎ সিং চান্নির সভা চলাকালীন
এই বিক্ষেপত শুরু হয়। চলে জ্বাগান।
বিক্ষেপকারীদের হাতে গিয়ে চৱম
অমানবিকতার নির্দশন রাখলো
পুলিশ, এই অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে
উঠেছে শিক্ষামহল। বুধবার সাংরক্ষণ্য
এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী চৱণজিৎ সিং চান্নির
কর্মসূচি ছিল। ওইদিনই মুখ্যমন্ত্রীর
সামনে বিক্ষেপ প্রদর্শনের পরিকল্পনা
ছিল চাকরিপ্রার্থীদের। অভিযোগ,
বিএড উন্নীণ প্রার্থীরা রাস্তায় নেমে
প্রতিবাদে শামিল হন। আর তাতেই
নেমে এলো পুলিশের ‘অত্যাচার’।
ফুটেজে দেখা গিয়েছে, এক মহিলা
বিক্ষেপকারীকে টেনে-হিঁড়ে পুলিশ
ভানে তোলা হচ্ছে। পিছন থেকে
তাঁর পোশাক টেনে জোর করে নিয়ে
যাওয়া হয়। তাতে তাঁর পোশাকের
বেশ খানিকটা অংশ ছিঁড়ে ছে।
পুলিশের দাবি, রাজ্য সরকারের
বিরুদ্ধে আপস্তিজনক জ্বাগান

তুলছিলেন প্রতিবাদকারীরা। তা নমনে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তবে সরকার বিরোধী কঠরোধে পুলিশের ভূমিকা ইতিমধ্যেই সমালোচিত হয়েছে। অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী চান্নির সমর্থকরাই কানকরি প্রার্থীদের উপর হামলা চালিয়েছে। আরেকটি ভিডিওয়ে দেখা গিয়েছে, জ্বোগান তোলা এক ব্যক্তির মুখ চেপে বেঞ্চ করছে পুলিশ। কানও কোনও বিক্ষেপকারীকে মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসানো হয়েছে। তারপর তাদের ‘অত্যাচার’ করা হচ্ছে। এর আগে বিক্ষেপক তলাকালীন জ্বোগানের স্বর যাতে হঠিয়ে না পড়ে, তার জন্য তারস্বরে মাইকে ধর্মীয় গান বাজানো হচ্ছেছিল এই রাজ্যে। বারবার শিশুক পদে চাকরি প্রার্থীদের বিক্ষেপকভে ‘অত্যাচার’-এর অভিযোগে বিন্দু পাঞ্চাবের পুলিশ। এদিকে, কংগ্রেস শাসিত সরকার এবং কর্মসংস্থানে নজর দিলেও এ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের লড়াইয়ে নেমে ভাবী শিশুক দের জন্য প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছে আপ। আগামী বছর পাঞ্চাবে নির্বাচন।

আদালতের নির্দেশে মামলা নিলো পূর্ব আগরতলা থানা

ମୁଲତୁବି ପ୍ରକ୍ଟାବ ଆନଲୋ ତୃଣମୂଳ

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর।।
বিরোধীদের দাবি সত্ত্বেও
লখিমপুর-খেরি কৃষক হত্যার
ঘটনায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী অজয়
মিশ্র টেনির বিগড়ে কোনও ব্যবস্থা
নেওয়ার ইঙ্গিত দিল না বিজেপি।
বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার
বৈঠকে অজয়কে নিয়ে কোনও
আলোচনা হয়নি বলে সরকারি
সুত্রের খবর। উত্তরপ্রদেশের
লখিমপুর-খেরিতে চার কৃষককে
খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত আকাশ
মিশ্রের বাবা অজয় মিশ্র টেনিকে
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত
করার দাবিতে বুধবার লোকসভায়
মূলত্বি প্রস্তাব জমা দিয়েছিলেন
কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী।
সংসদের দুই কক্ষে একই দাবিতে
সরব হয়েছিল বিরোধীরা। রাহুল
বৃহস্পতিবার সংসদে ফের
লখিমপুর-কাণ্ড নিয়ে সরব হন।
তিনি বলেন, “উত্তরপ্রদেশ
পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল
(সিট)-এর এক রিপোর্ট বলছে
লখিমপুর-খেরিতে কৃষকদের
খুনের বড় যন্ত্র করা হয়েছিল।
সকলেই জানেন কার ছেলে তাতে
জড়িত। আমরা বিষয়টি নিয়ে

সংসদে আলোচনা চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে গেলেন।” রাহলের দাবি, অজয় একজন ‘অপরাধী’। রাহল বুধবার লোকসভায় লথিমপুর-কাণ্ড নিয়ে আলোচনার দাবিতে মুলতুবি প্রস্তাব জমা দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া নায়দুর কাছে একই দাবিতে মুলতুবি প্রস্তাব জমা দিয়েছে তঢ়গুলু। সংসদ ভবন চতুরে গাঞ্চী মুর্তির সামনে অজয়ের অপসারণের দাবিতে দলের সাংসদেরা বৃহস্পতিবার বিক্ষেভণ দেখান। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় বুধবার উত্তরপ্রদেশে জেলবন্দি ছেলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। এর পর একটি কর্মসূচিতে তাঁকে কৃষক হত্যার ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি সাংবাদিকদের দিকে তেড়ে যান বলেও অভিযোগ। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোটের আগে প্রতাবশালী ব্রান্খ নেতা অজয়ের বিরুদ্ধে বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ব্যবস্থা নিতে চাইছেন না বলে দলীয় সুত্রের খবর। উত্তরপ্রদেশ পলিশের বিশেষ

তদন্তকারী দল (সিট) মঙ্গলবার আদালতে পেশ করা রিপোর্টে জানিয়েছে, লখিমপুর-খেরিতে খুনের ঘড়্যন্ত্র করেই কৃষকদের গাড়ি র চাকায় পিষে দেওয়া হয়েছিল। এটি পরিকল্পিত ঘড়্যন্ত্র, অবহেলা নয়। সিট রিপোর্টের ভিত্তিতে আশিসের বিরুদ্ধে খুনের ঘড়্যন্ত্রের অভিযোগ দায়ৱের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। গত ৩ অক্টোবর লখিমপুর খেরিতে আশিসের গাড়ির তলায় চাপা পড়ে বিক্ষেপকারী চার কৃষকের মৃত্যু হয়েছিল। পরবর্তী হিস্সায় আরও চার জনের প্রাণ যায়। যদিও অজয়ের দাবি, ঘটনার সময় ওই গাড়িতে ছিলেন না আশিস। প্রসঙ্গত, অতীতে অপরাধমূলক কাজে অজয়ের নামও জড়িয়েছে। ১৮ বছর আগে প্রাতাত শুণ্ঠ নামে এক ব্যক্তির খুনের ঘটনায় নাম জড়ায় অজয়ের। সেই মামলায় হাজিরা দিতে গিয়ে ভরা আদালতের মধ্যে গুলিবিন্দ হন অজয়। পরে নিম্ন আদালতে নির্দেশ প্রমাণিত হন। অভিযোগ থেকে মুক্তি পান। এলাহাবাদ হাইকোর্টে সেই মামলা এখনও বিচারাধীন।

তুলছিলেন প্রতিবাদকারীরা। তা দমনে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তবে সরকার বিরোধী কঠরোধে পুলিশের ভূমিকা ইতিমধ্যেই সমালোচিত হয়েছে। অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী চান্নির সমর্থকরাই চাকরি প্রার্থীদের উপর হামলা চালিয়েছে। আরেকটি ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, জ্বেগান তোলা এক ব্যক্তির মুখ চেপে বন্ধ করে পুলিশ। কোনও কোনও বিক্ষোভকারীকে মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসানো হয়েছে। তারপর তাদের ‘অত্যাচার’ করা হচ্ছে। এর আগে বিক্ষোভ চলাকালীন জ্বেগানের স্বর যাতে ছড়িয়েনা না পড়ে, তার জন্য তারস্বরে মাইকে ধর্মীয় গান বাজানো হয়েছিল এই রাজ্য। বারবার শিক্ষক পদে চাকরি প্রার্থীদের বিক্ষোভে ‘অত্যাচার’-এর অভিযোগে বিন্দু পাঞ্জাবের পুলিশ। এদিকে, কংগ্রেস শাসিত সরকার এঁদের কর্মসংহারে নজর না দিলেও এ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের লড়াইয়ে নেমে ভারী শিক্ষকদের জন্য প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছে আপ। আগামী বছর পাঞ্জাবে নির্বাচন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর ।।
ইচাবাজারে রেললাইনে ঝাঁপ
দিয়ে এক যুবকের আহত্যার
ঘটনায় পানের দোকানদারের
নামে মামলা নিতে নিদেশ দিলো
আদালত। অভিযুক্ত দোকানদারের
নাম অপর্ণ দাস। তার বাড়ি পূর্ব
আগরতলার তমাল চৌমুহনী
এলাকায়। তার বিরুদ্ধেই
আদালতে অভিযোগ করেছিলেন
সুভাণগরের বাসিন্দা রাখি
বিশ্বাস। রাখির ছেলে গণেশ
বিশ্বাস ইচাবাজারের রেললাইনে
ঝাঁপ দিয়ে আহত্যা করেছিলেন।
এই ঘটনায় আদালত পর্ব থানার

কৃষকদের উন্নতি হলেই দেশ আনন্দিত হবে : সুশান্ত



প্রেস রিলিজ, জিরানিয়া, ১৬
ডিসেম্বর।। কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক
কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে
প্রাকৃতিক চায়াবাদ অবলম্বন করা
এবং কম খরচে অধিক লাভ করার
বিষয়ে একটি জাতীয় সম্মেলন হয়
গুজরাটের সর্দার প্যাটেল
অভিট রিয়ামে। বৃহস্পতিবার
সকালে এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী
সারা দেশের কৃষকদের উদ্দেশ্যে
বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি
ভার্তায়ালি জিরানিয়া পঞ্চায়েত
সমিতি হলে কৃষকদের উদ্দেশ্যে
দেখানো হয়। আজাদি কা অমৃত
মহোৎসবের অঙ্গ হিসাবে এই
অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য

ফার্মিং এর উপর আমাদের জোর দিতে হবে। জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার না করে জৈবিক উপায়ে কৃষিকাজ করতে হবে। এর ফলে শাকসবজির মধ্যে যেমন বিভিন্ন গুণাবলী বজায় থাকবে এবং বিভিন্ন রোগ থেকেও আমরা বাঁচতে পারব। তাই ভারত সরকার প্রাকৃতিক উপায়ে সবজি চাষের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। আমাদের রাজ্যও এই প্রাকৃতিক উপায়ে কৃষিকাজ করতে হবে। তাই তিনি কৃষকগণের জৈবিক চাষাবাদের প্রতি আগ্রহ দেখাতে আছান জানান। তিনি কেঁচো সার এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, কেঁচো সার এর ব্যবহারের ফলে সবজির গুণাবলী বজায় থাকে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি সিকিম রাজ্যের কথা বলেন। তিনি কৃষি তত্ত্বাবধায়ককে জিরানিয়া মহকুমায় সমস্ত কৃষকদের নিয়ে অর্গানিক ফার্মিং এর উপর সেমিনার করার পরামর্শ দেন তিনি বলেন, কৃষকরা হল আমাদের তান্ডাতা, তাদেরকে আমাদের অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কৃষি ক্ষেত্রে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি চালে আসছে। এর ফলে কৃষকদের আয়ও বাড়ছে। কারণ কৃষকদের উন্নতি হলেই দেশের আঞ্চনিক হবে। তিনি কেসিসি

ফসল বিমা যোজনা, পিএম
কিয়াণ, সহেল হেলথ কার্ড প্রত্তি
নিয়েও আলোচনা করেন।
এদিকে রানিবাজার পুর
পরিষদের কনফারেন্স হলে
বৃহস্পতিবার তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী
সুশাস্ত চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক
বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায়
উপস্থিত ছিলেন জিরানিয়া
মহুকু মার মহুকু মাশাসক তথা
রানিবাজার পুর পরিষদের সিইও
জীবন কৃষ্ণ আচার্য, ডেপুটি সিইও
শাস্তনু দত্ত, রানিবাজার পুর
পরিষদের চেয়ারপার্সন অগর্ণ
গুরুদাস, ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীর
ক মার দাস, ওয়ার্ডের

কাউন্সিলার গণ, সমাজসেবী
গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সমাজসেবী
পার্থ সারঘী সাহা সহ বিভিন্ন
দফতরের আধিকারিকগণ। সভার
শুরুতে পূর পরিষদের
উপকার্যনির্বাহী আধিকারিক জানান,
রান্নারাজার পূর পরিয়দ এলাকায়
৪৪১টি পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী
আবাস যোজনা-আরাবান প্রকল্পে
পাকা ঘর দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা
রয়েছে। তিনি বলেন, পূর এলাকায়
১৩টি ওয়ার্ডে মহিলা স্বসহায়ক দল
দ্বারা বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহের
কাজ প্রতিনিয়ত চলছে। সভায়
পানীয় জল সরবরাহ বিষয়ে
বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায়

পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রী
সুশাস্ত্র চৌধুরী পুর এলাকায়
এখনও যে সকল ওয়ার্ডে পানীয়
জলের সমস্যা রয়েছে সেগুলি
খতিয়ে দেখে দ্রুত সমাধান করার
জন্য পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান
দফতরের অধিকারিকে নির্দেশ
দেন। যে সকল ওয়ার্ডে জলের
সমস্যা এখনও রয়েছে সেখানে
প্রয়োজনে টিউবওয়েল, মিনি
ডিপিটিউবওয়েল বসানোর উপর
তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। পুর
এলাকায় বিভিন্ন রাস্তাঘাট নিয়েও
সভায় আলোচনা হয়। তিনি রাস্তা
সৌন্দর্যকরণের জন্য রাস্তার দু'ধারে
বিভিন্ন গাঢ় লাগানোরও প্রারম্ভ

দেন। পুর এলাকায় রাস্তার স্ট্রিট
লাইট নিয়েও সভায় আলোচনা হয়।
তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী পুর এলাকায়
পানীয় জল, রাস্তাঘাট, বাড়ি বাড়ি
আবর্জনা সংঠিত প্রভৃতি কাজ
প্রতিনিয়ত অগ্রাধিকারের সঙ্গে
করতে আধিকারিকদের নির্দেশ
দেন। পুর এলাকায় সবজি বাজার,
মাছ বাজার, মাংস বাজার প্রভৃতি
বাজার গুলিকে আরও উন্নত
করার উপর গুরুত্ব আরোপ
করেন। সভায় বিদ্যুৎ, টুয়েলের
কাজ নিয়েও আলোচনা হয়।
তিনি স্বসহায়ক দলগুলিকে
আরও শক্তিশালী করতে সংশ্লিষ্ট
কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

জানা অজানা

দুর্গাপুজো ছাড়া কোন কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্থান ইউনিসকোর তালিকায়

দুর্গাপুজো ছাড়া আরও ৩০-এরও
বেশি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং বছর
ইউনেস্কোর লিস্টেজের
তালিকায় স্থান পেয়েছে।
দুর্গাপুজো ইউনিসকোর
ইন্টারনেশনাল কালচারাল
হেরিটেজ অব ইতিমানিং'-র
তালিকায় চুক্তি পড়ল এবং
এর পাশাপাশে নানা দেশ মিলিয়ে
আরও ৩০টি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
জায়গ পেল এই তালিকায়।

সব কঠিন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে
তালিকায়।

- মালাগাসি কাবারি
(মালাগাসকার): দর্শকদের
সমন্বয়ে কাব্যাখ্যান করিতা
পাঠ। এটিও সে দেশের
দীর্ঘদিনের সংস্কৃতি।
- মণ্ডতোয়া (মেশেলেন্স):
প্রচীন নৃত্যকলা। ফরাসি
উপনিষদেশে শুরু হয়েছিল এই
নাচ। এখনও টিকে আছে।



তাছাড়াও আরও চারটির কথা
আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে
এই তালিকায়। সেগুলিকে রক্ষা
করার দিক নজর দিতে বলা
হয়েছে।

কেনে কেন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এ
বছর জায়গ পেল ইউনিসকোর
তালিকায়? রইল নাম।

● আল-কুরোমেটুদ
আল-হালাবিয়া (সিরিয়ান আরব
রিপাবলিক): বছর ধরে চলে
আসা। মূলত অলোচ্যে
থেকেই জয় এই সংস্কৃতি।

● আরাবের কালিপ্রাকি (পূর্ব
শিশিয়ার বছ দেশ): আরবি
হরফে স্থানের বিশেষ কোশল।

● জো ডাঙ (ভিত্তেনাম):
ভিত্তেনামের শাস্তি প্রাচীন
নাচ। যে কেনও শুভ অনুষ্ঠানে
নাচ হয়।

● চিরু জেন (মেনেগাল):
মাছের বিশেষ পদ। সেনেগালের
মানবের অত্যন্ত পছন্দের খাবার।

● কাপ্পে মায়োর (পের্স্বাগা):
সে দেশের সংস্কৃত উৎসব। বিরাট
স্বর্ণের মানুষ অংশগ্রহণ করেন
এতে।

● রাস্বা (কসো):
ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক অব দ্য
কসো এবং দ্য রিপাবলিক অব দ্য
কসোর অন্যতম জনপ্রিয়
অনুষ্ঠান। এর কেন্দ্রে থাকে নাচ।

● কৰ্পস ক্রিস্টি (পানামা):
যিশুচীর্ষের জন্মদিন পালন করার
জন্য এই উৎসব। এরও প্রধান
আকর্ষণ নাচ।

● দুর্তাস সন্তো
(ক্রকমেন্টন): এই দেশের
জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র এই দুর্তাস। সেটি
তৈরি এবং তার সন্তো সব হ্যাঁ স্থান
পেয়েছে তালিকায়।

● ফলক (তজিকিস্তান):
হাস্যরসী সন্তো। মূলত
তাজিকিস্তানের পাহাড়ের মানুষ
এটি চৰ্চা করে।

● ফ্যালকন (এশিয়া এবং
ইউরোপের বছ দেশ): বড়
শাপের পার্সি পেরু, তাদের
প্রশংসিক দেওয়ার কাবায়।

● সেন্ট জন দ্য ব্যাপটিস্ট
সেলিব্রেশন (ডেনেক্সেল):
অস্ট্রেলি শক্তি থেকে চলে আসা
উৎসব।

● জিরি (বাহরিন): প্রায় দুশো
বছরের পুরনো গানের উৎসব।

স্বুদ্রে মুকুতের সন্ধানে যাবা
যেতেন, তারা এই সীসীচৰ্চ শুরু
করেন।

● গামেলান (ইন্দোনেশিয়া):
এক বিশেষ ধরনের তালুবাদা
কেন্দ্রে সন্তো করে অনুষ্ঠান।

● তারিজা (বেলিজিয়া):
তারিজা শহরে এই উৎসব চলে
আসাছে করে শক্তি ধৰে। গান
বাজানা, নাচ এর প্রধান আকর্ষণ।

● হুন-ই হাত (ভুক্স):
বিশেষ ধরনের হস্তশিল্প মূলত
বিশেষ কাবায়ে সেখে হুরফ
থেকেই এই শিল্পের শুরু।

● ইইট ড্রাম ডার্জিং
(ডেনমার্ক): শুরু হয়েছিল
গ্রিনল্যান্ডে এখন মূলত
ডেনমার্কে থিকে রয়েছে এই
তালুবাদের সন্তো সব হ্যাঁ স্থান
মাচ।

● কাউস্টিনেন সন্তো
(ফিনল্যান্ড): সে দেশের প্রাচীন
সন্তো শিল্প। বেহালা-সহ এই
স্বীকৃত চৰ্চা নেকে কোনো তালিকায়
থেকেই।

● তাইস (তিমু-লেন্টে):
এক বিশেষ ধরনের কাপড়।
বেহালা কেশেল। এখন আর খুব
গুরুমাত্রে এখন আর কোনো
কোকেলে থাকে নাব। শিল্পীর
সংস্থা।

● ক্যারেলিনিয়ান নৌকা
(মাইক্রোনেশিয়া): এটিও
বিশেষ ধরনের নৌকা। তালিকায়
কেশেল। এখন আবলুপ্তির
পথে।

● এমবোলোন (মালি): এই
দেশের বিশেষ তালুবাদ।

গানের সঙ্গে এক সময় বিপুল
পরিমাণে ব্যবহার হত। এখন
নির্মাণশিল্পীর আভাবে অববলুপ্তি
পথে এই বাদ্যযন্ত্র।

● তাইস (মাইক্রোনেশিয়া):
এক বিশেষ ধরনের কাপড়।
বেহালা কেশেল। এখন আর খুব
গুরুমাত্রে এখন আর কোনো
কোকেলে থাকে নাব। শিল্পীর
সংস্থা।

● ক্যারেলিনিয়ান নৌকা
(মাইক্রোনেশিয়া): এটিও
বিশেষ ধরনের নৌকা। তালিকায়
কেশেল। এখন আবলুপ্তির
পথে।

● এমবোলোন (মালি): এই
দেশের বিশেষ তালুবাদ।

গানের সঙ্গে এক সময় বিপুল
পরিমাণে ব্যবহার হত। এখন
নির্মাণশিল্পীর আভাবে অববলুপ্তি
পথে এই বাদ্যযন্ত্র।

● তাইস (তিমু-লেন্টে):
এক বিশেষ ধরনের কাপড়।
বেহালা কেশেল। এখন আর খুব
গুরুমাত্রে এখন আর কোনো
কোকেলে থাকে নাব। শিল্পীর
সংস্থা।

● হুন-ই হাত (ভুক্স):
বিশেষ ধরনের হস্তশিল্প মূলত
বিশেষ কাবায়ে সেখে হুরফ
থেকেই।

● ইইট ড্রাম ডার্জিং
(ডেনমার্ক): শুরু হয়েছিল
গ্রিনল্যান্ডে এখন মূলত
ডেনমার্কে থিকে রয়েছে এই
তালুবাদের সন্তো সব হ্যাঁ স্থান
মাচ।

● কাউস্টিনেন সন্তো
(ফিনল্যান্ড): সে দেশের প্রাচীন
সন্তো শিল্প। বেহালা-সহ এই
স্বীকৃত চৰ্চা নেকে কোনো তালিকায়
থেকেই।

● তাইস (তিমু-লেন্টে):
এক বিশেষ ধরনের কাপড়।
বেহালা কেশেল। এখন আর খুব
গুরুমাত্রে এখন আর কোনো
কোকেলে থাকে নাব। শিল্পীর
সংস্থা।

● ক্যারেলিনিয়ান নৌকা
(মাইক্রোনেশিয়া): এটিও
বিশেষ ধরনের নৌকা। তালিকায়
কেশেল। এখন আবলুপ্তির
পথে।

● এমবোলোন (মালি): এই
দেশের বিশেষ তালুবাদ।

গানের সঙ্গে এক সময় বিপুল
পরিমাণে ব্যবহার হত। এখন
নির্মাণশিল্পীর আভাবে অববলুপ্তি
পথে এই বাদ্যযন্ত্র।

● তাইস (মাইক্রোনেশিয়া):
এক বিশেষ ধরনের কাপড়।
বেহালা কেশেল। এখন আর খুব
গুরুমাত্রে এখন আর কোনো
কোকেলে থাকে নাব। শিল্পীর
সংস্থা।

● হুন-ই হাত (ভুক্স):
বিশেষ ধরনের হস্তশিল্প মূলত
বিশেষ কাবায়ে সেখে হুরফ
থেকেই।

● ইইট ড্রাম ডার্জিং
(ডেনমার্ক): শুরু হয়েছিল
গ্রিনল্যান্ডে এখন মূলত
ডেনমার্কে থিকে রয়েছে এই
তালুবাদের সন্তো সব হ্যাঁ স্থান
মাচ।

● কাউস্টিনেন সন্তো
(ফিনল্যান্ড): সে দেশের প্রাচীন
সন্তো শিল্প। বেহালা-সহ এই
স্বীকৃত চৰ্চা নেকে কোনো তালিকায়
থেকেই।

● তাইস (তিমু-লেন্টে):
এক বিশেষ ধরনের কাপড়।
বেহালা কেশেল। এখন আর খুব
গুরুমাত্রে এখন আর কোনো
কোকেলে থাকে নাব। শিল্পীর
সংস্থা।

● হুন-ই হাত (ভুক্স):
বিশেষ ধরনের হস্তশিল্প মূলত
বিশেষ কাবায়ে সেখে হুরফ
থেকেই।

● ইইট ড্রাম ডার্জিং
(ডেনমার্ক): শুরু হয়েছিল
গ্রিনল্যান্ডে এখন মূলত
ডেনমার্কে থিকে রয়েছে এই
তালুবাদের সন্তো সব হ্যাঁ স্থান
মাচ।

● কাউস্টিনেন সন্তো
(ফিনল্যান্ড): সে দেশের প্রাচীন
সন্তো শিল্প। বেহালা-সহ এই
স্বীকৃত চৰ্চা চৰ্চা নেকে কোনো তালিকায়
থেকেই।

● তাইস (তিমু-লেন্টে):
এক বিশেষ ধরনের কাপড়।
বেহালা কেশেল। এখন আর খুব
গুরুমাত্রে এখন আর কোনো
কোকেলে থাকে নাব। শিল্পীর
সংস্থা।

● এল আনা (মাল্টি): মাল্টার
শতাদী প্রাচীন। লোকসন্তো।

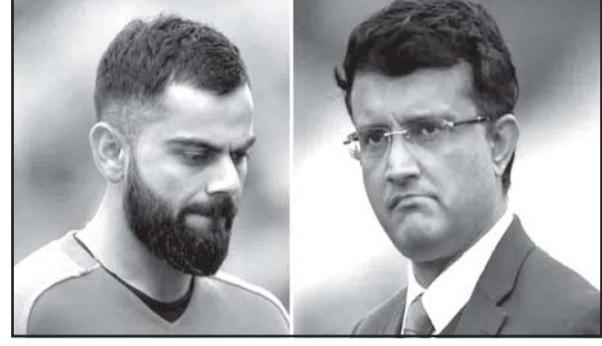
মূলত তিনটি ভাগ রয়েছে এর।

মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ২১ প্রস্তাব পাশ হলো কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়

নয়াদিল্লি

ভারতীয় বোর্ড প্রযোজনীয় ব্যবস্থা নেবে কোহলি-বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলণেন সৌরভ

ମୁସାଇ, ୧୬ ଡିସେମ୍ବର ।। ବିରାଟ କୋହଲିକେ ନିଯେ ତୈରି ହେଯା ବିତର୍କେ ଅବଶ୍ୟେ ମୁଖ ଖୁଲାଲେନ ସୌରଭ ଗଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟୟ । କୋହଲି-ବିତର୍କ ନିଯେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରେ ସୌରଭ ବଲାଲେନ, ବିଷୟଟି ଖୁବଇ ସ୍ପର୍ଶକାତର । ସେ ବିତର୍କ ତୈରି ହେବେଚେ ତା ନିଯେ ବୋର୍ଡ ପ୍ରଯୋଜନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେବେ । ବୁଝିପତିବାର ସକାଳ ଥେକେଇ ସୌରଭେର ବାଢ଼ିର ଶାମନେ ଭିଡ଼ ଛିଲ ସଂବାଦମାଧ୍ୟମେର । ବୁଧିବାର କୋହଲି ସାଂବାଦିକ ବୈଠକେ ବିଶ୍ଵାରଣ ଘଟାନୋର ପର ଥେକେ ସଂବାଦମାଧ୍ୟମେର ଶାମନେ ଆସେନନ୍ତି ସୌରଭ । କିନ୍ତୁ ବୁଝିପତିବାର ଠିକ ଦୁଇବେଳେ ୨୨୭ ନାଗାଦ ତିନି ବାଢ଼ି ଥେକେ ବେରୋନ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେଇ ତାଁର ପିଛୁ ଧାଓଯା କରେ ସଂବାଦମାଧ୍ୟମ । ପ୍ରଥମେ ସୌରଭ ଏ ବିଷୟେ କୋନ୍ତାମତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତେ ଚାନନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏକେକି ପରା ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଛୁଟେ ଦେଓଯା ହଲେ ତିନି ବଲେନ, “ଏହି ଖୁବଇ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ । ବିଷୟଟି ନିଯେ ଆଲୋଚନା ଚଲଛେ । ଏଟା ନିଯେ ବୋର୍ଡ ଯା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଓଯାର ସେଟ୍ଟା ସଠିକ ସମରେଇ ନେବେ” । ଏ ଛାତ୍ର ସୌରଭ ଆର କୋନ୍ତାମତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବନି । ତାଁର



বাড়ির সংলগ্ন যে দপ্তর, সেখানে তিনি চুকে যান। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে উড়ে যাওয়ার আগে বুধবার প্রথাগত সাধাবাদিক বৈঠক করেছিলেন বিরাট কোহলি। সেখানে টি-টোয়েন্টির অধিনায়কত্ব ছাড়া নিয়ে সরাসরি সৌরভের মন্তব্যের বিরোধিতা করেন তিনি। পরিষ্কার জানিয়ে দেন, তিনি টি-টোয়েন্টি অধিনায়কত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর বোর্ডের কেউই তাঁর সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেননি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কোহলির নেতৃত্ব ছাড়তে চাই। ওরা সেটা মেনে নেয়। সেখানে কোনও না ছিল না। আমাকে বলা হয়েছিল এটা

খুবই হিতাবাক পদক্ষেপ। সেই সময় জনিয়েছিলাম টেস্ট এবং একদিনের ক্রিকেটে আমি অধিনায়কত্ব করব। আমার দিক থেকে আমি পরিষ্কার ছিলাম। কিন্তু বোর্ডের কর্মকর্তারা এবং নির্বাচকরা বোধ হয় তেমনটা ভাবেননি। তারা মনে করেছেন একদিনের ক্রিকেটে আমার অধিনায়কত্ব করার প্রয়োজন নেই, আমি মেনে নিয়েছি” অধিনায়ক এবং মোর্ড সভাপতির তৈরি হওয়া এই বিতর নিয়ে খুশি হন প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল গাওঞ্চৰ। বৃদ্ধবার এক সংবাদাম্যাধ্যমকে তিনি বলেছিলেন, “কোহলির বস্তুব্যে বোর্ডকে অকারণে টানার দরকার নেই। ও একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে কথাগুলি বলেছে, যে দাবি করেছিল তাঁর সঙ্গে কোহলির কথা হয়েছে। হ্যাঁ, সৌরভ বিসিসিআই সভাপতি। তাই ওকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত কেন দু’জনের কথার মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে। এই মুহূর্তে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ওই সব থেকে ভাল লোক।

দু'দিনের আম্পায়ার্স সেমিনার শুরু

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি আগর তলা, ১৬ ডিসেম্বর।
বুদ্ধিনবাপী আম্পায়ার্স সেমিনার
গুরু হল। টিসি'র উদ্যোগে
বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয় এই
সেমিনার। আসন্ন ঘৰোয়া
ক্লিকেটের লক্ষ্যে আম্পায়ারদে
জন এই সেমিনারের ব্যবস্থা কর
হয়েছে। রাজ্যের মোট ১১৬ জন
আম্পায়ার এই সেমিনারে যো
গিয়েছে। এদিন মোট তিনি
সেশনে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়
আগামীকালও মোট তিনটি সেশ
ন হবে। শিক্ষকের ভূমিকায় আছে
সন্তোষ দাস, সুশাস্ত পাল, টিংকু
এবং রাজীব কুমার দাস। টিসি'র
যুগ্মসচিব কিশোর কুমার দাস
সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন।

পয়েন্ট ভাগ করলো মৌচাক, নবোদয়।
প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে পয়েন্ট ভাগ করলো মৌচাক এবং নবোদয় সংঘ। বৃহস্পতিবার উ মাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে দুইলের ম্যাচটি গোল শূন্যভাবে শেষ হয়। গোল করার সুযোগ দুইলের সামনেই এসেছিল। তবে প্রাণ্পন্থ সুযোগ কাজে লাগাতে পারলো না কোনো দলই। ফলে নিষ্ফলা রাইল ম্যাচটি। করোনা মহামারির পর এবার ফেরে ফুটবল শুরু করেছে টিএফএ। তবে নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে শুরু করতে হয়েছে, তাই দ্বিতীয় ডিভিশন এবার সিঙ্গল লিগ পদ্ধতিতে হচ্ছে। অর্থাৎ অংশথ্রৈণকারী সাতটি দল পরস্পরের বিপক্ষে মুখোমুখি হবে। এরপরই চাম্পিয়নশিপের ফয়সালা হবে। আপাতত পয়েন্ট তালিকায় শীর্ঘে রয়েছে মৌচাক। তিন ম্যাচ খেলে ৭ পয়েন্ট পেয়েছে তারা।
প্রথম ম্যাচে মৌচাকের কাছে হেরে গিয়েছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলও। তবে পরবর্তী দুটো ম্যাচ জিতে লিগ তালিকায় আপাতত দু'নম্বরে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছে যে, মৌচাক কিংবা স্পোর্টস স্কুলের দখলেই আসবে দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ। এদিন উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে শুরুর দিকে বেশ বিরক্তিকর ম্যাচ উ পঠার দিল দুটি দল। মূলত ডিফেন্সকে মজবুত রেখে আক্রমণের পরিকল্পনা নেয় তারা। এই কারণে সেরকম গঠনমূলক আক্রমণ দেখা যায়নি। দ্বিতীয়ার্ধে বরং কিছুটা আক্রমণাত্মক ফুটবল দেখা গোল। কিছুটা প্রাথান্য ছিল মৌচাকে। দলটির মাঝামাঝি বেশ ভালো। তবে আক্রমণভাগে কিছু সমস্যা রয়েছে। এদিনও মাঝামাঝি ফুটবলারা বেশ কিছু আক্রমণ তুলে আনলো। যদিও আক্রমণভাগের ব্যর্থতায়

ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়াসামগ্ৰী প্ৰদান



প্রতিবাদী কলাম ক্রাড়া প্রাতানাথ, তেলিয়ামুড়া, ১৬ ডিসেম্বর ।। তেলিয়ামুড়া'র বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়া সরঞ্জাম দিল তেলিয়ামুড়া। **ক্রিকেট** অ্যাসোসিয়েশন। বৃহস্পতিবার দশমিথাটের ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামস্থিত অ্যাসোসিয়েশনের অফিস ঘরে এই উপলক্ষে একটি সংক্ষেপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের হাতে ক্রীড়াসামগ্ৰী তুলে দেন বিধায়ক কল্যাণী রায়। মোট ১২টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়া সরঞ্জাম দেওয়া হল। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সচিব নন্দন রায়-সহ অন্যান্য। বিধায়ক কল্যাণী

ରାୟ ବଲେନ, କରୋନାର କାରଣେ ଛାତ୍ରଜୀରା ଦୀର୍ଘଦିନ ଖେଳାଧୂଳା କରନ୍ତେ ପାରେନି । ଏଥିନ ଆବାର ସବକିଛୁ ସ୍ଵାଭାବିକ ହାହେ । ଏ ଅବହ୍ଲାୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଯ୍ୟାସେସିଯର୍ଶନ୍ରେ ଦେଓୟା ଏହି ଝୁଡ଼ା ସରଞ୍ଗମ ଛାତ୍ରଜୀଦେର ଉତ୍ସାହିତ କରବେ । ତେଲିଆୟମୁଡ଼ା କ୍ରିକେଟ୍ ଯ୍ୟାସେସିଯର୍ଶନ୍ରେ ଏହି ଉତ୍ସାହଗେର ଭୂମ୍ୟୀ ପ୍ରଶଂସା କରେଛେ ତିନି ।

প্রথম দিনে ভাল জায়গায় অস্ট্রেলিয়া

କ୍ୟାନବେରା, ୧୬ ଡିସେମ୍ବର ।।
ଆଯଶେଜେର ଦିତୀୟ ଟେସ୍ଟର
ପ୍ରଥମ ଦିନେ ଭାଲ ଜାଗାଗାୟ
ଅସ୍ଟେଲିଆ । ଦିନ-ରାତରେ

ডিভিশন, এরপর প্রথম ডিভিশন।
এই যাত্রাটা ছিল বেশ দীর্ঘ। সেটা
মাথায় রেখেই এবার একটি
ভারসাম্য যুক্ত দল গড়তে চলেছে
আর্থিক অবস্থা বেশ খারাপ। তারই
মাঝে কিছু ফুটবল পাগলন
কর্মকর্তার উৎসাহে যথাসম্ভব
ভালো দল গড়ার চেষ্টা করেছে

রামকৃষ্ণ ক্লাব। মূল উদ্দেশ্য লড়াই করা এবং দর্শকদের মনোরঞ্জন। এক্ষেত্রে স্থানীয় ফুটবলারদের নিয়ে তারা লড়াকু ফুটবল খেলতে চায় বলে জানিয়েছেন ক্লাব কর্তা অমিত দেব। অভিজ্ঞ কোচ কৌশিক রায় এবার রামকৃষ্ণ	রামকৃষ্ণ ক্লাব। এবার মাঠে নামার অপেক্ষায়। আগামীকাল থেকেই তাই শুরু হয়ে যাচ্ছে প্রস্তুতি। সকালে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে শুরু হবে। কয়েকদিনের মধ্যেই শিলিগুড়ি থেকে কয়েকজন ফুটবলার চলে আসবে।
---	--

ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନିୟେ ଅସନ୍ତୃଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ମହଲ
ବିନ୍ଦୁ ପାତ୍ର ପାତ୍ର ୧୯୯୫ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର ପାତ୍ର

প্রাতবন্দী কলম ক্রাড়া প্রাতানাথ, আগরতলা, ১৬
ডিসেম্বর।। অনুর্ধ্ব ১৯ দলের ব্যর্থতা সেরকম
অপ্রত্যাশিত নয়। যে দলের ব্যাটিং বলতে কিছুই নেই
সেই দলের পক্ষে বেশি কিছু করা সম্ভব নয় এটা জানা
কথা। তবে ক্রিকেট মহল মনে করছে, ব্যাটিং দুর্বলতা
সত্ত্বেও টিম ম্যানেজমেন্ট যদি দক্ষতার সঙ্গে সবকিছু
পরিচালনা করতে পারতো তবে অবস্থা এতটা খারাপ
হতো না। বিশেষ করে ব্যাটিং অর্ডার নিরপেক্ষ এবং
বোলারদের সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছে না টিম
ম্যানেজমেন্ট। যদিও এটা নিয়েও ক্রিকেট মহলে প্রশ্ন
রয়েছে। দল গঠনে কোনো অদৃশ্য শক্তির হস্তক্ষেপ
উড়িয়ে দিচ্ছে না ক্রিকেট প্রেমীর। এই অদৃশ্য শক্তির
হস্তক্ষেপে দল পরিচালন সমিতি সঠিকভাবে কাজ
করতে পারছে না। ভিন্ন রাজ্যের কোচ গৌতম সোমরেকে
(জুনিয়র) চুক্তির সময় পুরোনো স্বাধীনতার আশ্বাস
দেওয়া হলেও ক্রিকেট মহল মনে করছে সেটা শুধুমাত্র
কথার কথা। আসলে তিনি মোটেই পূর্ণ স্বাধীন নন।
ভিন্ন মানকাংড় ট্রফির ব্যর্থতার পর কোচবিহার ট্রফির
প্রথম ম্যাচেও ব্যাটিং ব্যর্থতায় হারতে হয় অনুর্ধ্ব ১৯
দলকে। ওই ম্যাচের প্রথম একাদশ গঠন নিয়ে ব্যাপক
বিতর্ক হয়। অভিযোগ, আগরতলা থেকে নাকি প্রথম
একাদশের তালিকা টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে পাঠিয়ে
দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে বিহারের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত

ନାଡ଼ୀଶ୍ଵର ସହ ଲମ୍ବ ପାଇ
ଆସ୍ଟ୍ରୋଲିଆକେ ନେତୃତ୍ବ ଦିତେ
ନେମେଛିଲେଣ ସିଟିଭ ମ୍ମିଥ । ଟୁସେ
ଜିତେ ତିନି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟ କରାଇ
ମିଳାନ୍ତ ନେନ । ତବେ ପ୍ରଥମ ଥେକେଇ
ଜେମସ ଅୟାଭାରସନ ଏବଂ ବ୍ରତ
ଦାପଟ ଦେଖାତେ ଥାବେନ । ମାଠିକ
ଜାୟଗାୟ ବଳ ରେଖେ ମାର୍କିସ

উদয়পুরে তৈরি হচ্ছে জিমন্যাস্টিক্স সেন্টার
পতিবাসী কলাম ক্লিনিশি উৎসুল শুধু উদয়পুর নয় গোমতী পরিষাদের চেয়ারবম্যান শীতল চন্দ

আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর। ৬
দশক থেকে এই রাজ্যে
জিমন্যাস্টিক্সের চৰ্চা শুরু হয়েছে।
পৌত্রীকৰণ-সহ আৱণ
আস্তৰ্জন্তিক মানেৰ জিমন্যাস্টিক্সে
উট্টে এসেছে এই রাজ্য থেকে।
কথায় জিমন্যাস্টিক্স হল এ রাজ্যে
প্ৰধান গেম। তবে দুর্ভাগ্যজনক
বিষয় হলো জিমন্যাস্টিক্সে
কখনো গোটা রাজ্য ছড়ি দেয়।
দণ্ডওয়ার চেষ্টা কৰা হয়নি। কয়েক
বছৰ আগে খুমুলুড়-এ একৰ্ণ
সেন্টোৱ গড়ে উঠেছে। বেচে
কয়েকজন প্ৰতিভাৰণ জিমন্যাস্টিক্স
এই স্বল্প সময়েৰ মধ্যে খুমুলুড় থেকে
উট্টে এসেছে। কৰ্তৃ
আধিকাৰিকদেৱ দুৰ্বলতা অনেক
ক্ষেত্ৰে জিমন্যাস্টিক্সেৰ প্ৰসাৰে বাধা
হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গোমতী জেলা
ফীড়া ও যুবক কল্যাণ দফতৰ এবা
সমিক্ষণ হয়েছে। উদয়পুৰে একৰ্ণ
জিমন্যাস্টিক্স সেন্টোৱ গড়ে তুলে
বন্দপৰিৱেক্ষণ তাৰা। এই সেন্টোৱ গণে

এবং দক্ষিণ জেলাতেও জিমন্যাস্টিক্রের চর্চা শুরু হবে। দীপা কর্মকার এখন একটি কিংবদন্তি নাম। দীপা বুঝিয়ে দিয়েছে খেলাধুলা করেও ক্যারিয়ার তৈরি করা যায়। রাজ্যের অভিভাবকদের মধ্যেও খেলাধুলা নিয়ে এখন অনেক ইতিবাচক মনোভাব দেখা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছে, উদয়পুরে জিমন্যাস্টিক্র সেন্টার গড়ে উঠলে রাজ্যের জিমন্যাস্টিক্র আরও দ্রুত অগ্রসর হবে। এদিন গোমতী জেলা ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে পদ্মশ্রী প্রাপক জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার, প্রোগাচার্য প্রাপক কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী উদয়পুরে যান। তিনি বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেন। এরই মাঝে কেবিআই স্কুলের জিমন্যাসিয়ামটি তাদের ভালো লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। শুরু করার পক্ষে এই জিমন্যাসিয়াম আদৃশ এমনটাই জানা গিয়েছে। উদয় পুর পুর মজুমাদার, গোমতী জেলা পরিষদের সভাপতিপ্রতি স্বপন অধিকারীর সঙ্গেও তারা সাক্ষাৎ করেন। প্রত্যেকেই উদয়পুরে জিমন্যাস্টিক্র সেন্টার স্থাপনে সর্বোচ্চ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। উদয়পুরবাসী এখন অপেক্ষায় করে কেবিআই স্কুলে গড়ে উঠবে জিমন্যাস্টিক্র সেন্টার। শুধু আগরতলাতেই কেন সীমাবদ্ধ থাকবে জিমন্যাস্টিক্র? এই প্রশ্ন বৃষ্টির উঠেছে। সরকারি তরফেও বেশ কয়েকবার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে রাজ্য জুড়ে জিমন্যাস্টিক্রের প্রসারে। তবে সেই আশ্বাস আর বাস্তবায়িত হয়নি। এবার নতুন উদ্যমে গোমতী জেলা ও ক্রীড়া দফতর উদয়পুরে জিমন্যাস্টিক্র সেন্টার গড়ে তোলার জন্য বাঁপিয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই উদয় পুরে বসেন্টারে কঠিকঠাদের ভিড় দেখা যাবে।

শীর্ষ স্থান থেকে পতন বাবরের

দুবাই, ১৬ ডিসেম্বর। পাকিস্তানকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সফল ভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার পরেও কাপ জেতাতে পারেননি বাবর আজম। পাশাপাশি বাংলাদেশ এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিবর্দ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে খারাপ ছন্দে থাকার কারণে আইসিসি-র ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান হারালেন বাবর। পাকিস্তানের অধিনায়ককে সরিয়ে শীর্ষে উঠে এসেছেন ইংল্যান্ডের ব্যাটার দাবিদ মালান। ৮০৫ পয়েন্ট নিয়ে দিতীয় স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকার এডেন মার্করাম। বাবর নেমে গিয়েছেন তিনি। তাঁর সংগ্রহ ৭৮৬ পয়েন্ট। বাবরের নিচেই রয়েছেন তাঁর ওপেনিংস সর্টীয় মহম্মদ রিজওয়ান। পাঁচে রয়েছেন ভারতের কেএল রাহুল। বোলার এবং অলরাউন্ডারদের তালিকায় নেই কোনও ভারতীয়। বোলারদের তালিকায় শীর্ষ স্থানে রয়েছেন

বালির আত্মাতী শুটার কণিকা লায়েক
রাইফেল পেয়েছিলেন সোনু সুদের থেকে



কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর ১।
আঞ্চলিক কর্মসূচি স্তরের
মহিলা শুটার কমিকা লায়েক বালির
এক গ্রেস্ট হাউসে বুধবার দুপুরে ২৮
বছরের কমিকার দেহ উদ্ধার করে
পুলিশ। গত চার মাসে দেশে এই
নিয়ে চারজন শুটারের আঞ্চলিক
ঘটনা ঘটল। কলকাতায় জয়দীপ
কর্মকারের শুটিং অ্যাকাডেমিতে
প্রশিক্ষণ নিতেন কমিক। প্রান্তিন
কমিকিঙ্গ প্রেস কর্মসূচির স্তরে
বাংলার এই শুটারের ছাত্রী ছিলেন
তিনি। গত জুলাইতে জয়দীপের
অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হন। শোকসন্ধি
জয়দীপ বলেন, “ভাবতে গারছি
না কমিকা আঞ্চলিক করেছে। সব
সময় মুখে হাসি লেগে থাকত।
অতিরিক্ত কথা বলত না, আবার খুব
চাপা স্বত্বাবের ছিল, সেটো ও নয়।” গত
চার মাসে ভারতে এই নিয়ে চারজন
শুটার আঞ্চলিক করলেন শুটিং
প্রেসের স্তরে স্বাক্ষৰীর কিছু কর

মোহালিতে আঘাত্যা করেন। তিনি
বিশ্ববিদ্যালয় গেমসে বোঞ্জ
জিতেছিলেন। অস্ট্রেলোর রাজ্যস্তরের
আর এক শুটার হনুরদীপ সিংহ
সোহালও আঘাত্যার পথ বেছে
নেন। জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে
অংশ নেওয়া খুশিসরাত কউর গত
সপ্তাহে আঘাত্যা করেন। পর পর
শুটারদের আঘাত্যার ঘটনায় উদ্ধিষ্ঠ
জয়দীপ। বলেন, “গত কয়েক মাসে
এই নিয়ে চারজন শুটার আঘাত্যা
করল। ভারতীয় শুটিংয়ে সত্তিই
খারাপ সময় যাচ্ছে। হয়ত মনোবিদরা
এই ব্যাপারে আলোকপাত করতে
পারবেন।” কণিকা বাড়িতের মহিলা
হলেও সেখানে পরিকাঠামোর
তেমন সুযোগ-সুবিধা না থাকায়
জয়দীপের অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হন।
সেই গল্প জানিয়ে জয়দীপ বললেন,
“গত মার্চে সংবাদপত্রে দেখলাম
কণিকা লায়েক নামে এক মহিলা

নকআউটের প্রস্তুতিতে ব্যক্তি সিনিয়র দল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি
আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। প্রক্-
পর্বে টানা ৫টি ম্যাচ জিতে বিজয়ী
হাজারে ট্রফি নক আউট পালন
খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন
ত্রিপুরা। যা এবারই প্রথমবার হল
এর আগে কখনই নক আউট পালন
খেলার সুযোগ পায়নি। যদিও তখন
এলিট ফলপে খেলতো। সেখানে
শক্তিশালী দলগুলির বিরণদে লড়া
করে নক আউটে যাওয়ার সুযোগ
বিশেষ ছিল না। কিন্তু এবার প্লে
অফ ফলপে খেলার পুরোপুরি ফায়দা
তুলতে পেরেছে রাজ্য দল। সৈরায়
মুস্তাক আলি ট্রফিতে মেঘালয়ে
কাছে বিদ্বস্ত হয়ে নক আউট
খেলার সুযোগ হাতচাঢ়া করেছিল
বিজয় হাজারে ট্রফিতে সেই
মেঘালয়কে উড়িয়ে দিয়েই ন

করেছে। আপাতত গোটা দল আভ্যন্তরিকভাবে তুঙ্গে। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে রাজ্য দল খেলবে বিদর্ভের বিরুদ্ধে। অত্যন্ত শক্তিশালী দল। মণিপুর বা মেঘালয়ের মত সহজ প্রতিপক্ষ নয়। তাই ত্রিপুরাকে সর্বস্ব দিতে হবে। এই লক্ষ্যে অনুশীলনও শুরু হয়ে গিয়েছে। জয় পুরের সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে এই ম্যাচটি হবে। প্রথম একাদশ নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। সম্ভবত প্রাথমিক পর্বে দলটিকে নক আউটের জন্য রেখে দেওয়া হবে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ছাপ পর্বে পেশাদার ক্রিকেটারদের চেয়ে বেশি নজর কেড়েছে স্থানীয় ক্রিকেটাররা। ব্যাট হাতে বিশাল দুটি দুর্বল শতাব্দী করেছে। বল হাতে মণিশক্তির, অমিত আলিং'রা নিজেদের প্রতিভার দলগুলি এতটাই দুর্বল যে, অধিকাংশ ব্যাটসম্যানের ব্যাট করার সুযোগই হয়নি। তবে যারা সুযোগ পেয়েছে তারা প্রত্যেকেই তাদের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে। কেবি পবন ওয়ান এবং সমিত গোয়েল তিনি এবং চার নম্বরে ব্যাট করতে নামছে। ক্রিকেট প্রেমীদের খানেই আপত্তি। কেন মণিশক্তিরের মত ব্যাটসম্যানকে তিনি বা চারে সুযোগ দেওয়া হবে না? রাজ্যের সেরা ক্রিকেটার মণিশক্তি। বল হাতে নিয়মিত নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিচ্ছে। তিনি বা চারে ব্যাট করার সুযোগ পেলে ব্যাটিং দক্ষতার প্রমাণ দিতে পারতো। কিন্তু সেই সুযোগটা তার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। অনেক বড় মাপের ক্রিকেটার মণিশক্তি। টিসিএ যদি

